8 JAN 2017

রাজশাহীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রশ্নপত্র ফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজি আবশ্যিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগের রাতেই পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফেসবুকের একটি আইডি থেকে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজশাহী নগরের তিনটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্নের পাশাপাশি হাতে লেখা কাগজে উত্তরপত্র তৈরি করে তারও স্ক্যান কপি একইভাবে সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অবশ্য তার নিচে লিখে দেওয়া হয়েছে, '১০০ পারসেন্ট আশা কোরো না, গ্রামারগুলো একটু দেখো।'

গতকাল রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ ও রাজশাহী সিটি কলেজ কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সময় ছিল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

যাঁরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেস্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থী তাঁদের প্রত্যেককে এই ১০০ নম্বরের ইংরেজি আবশ্যিক (নন ক্রেডিট) পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেতে হয়। তবে এর বেশি নম্বর পেলেও মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হয় না।

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত এই ইংরেজি বিষয়ের কোড নম্বর ২২১১০৯।

শিক্ষার্থীরা বলেন, রাতেই ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে তাঁরা প্রশ্নপত্রটি পেয়ে যান। রাজশাহীতে তাঁরা দুটি প্রশ্নপত্র পেয়েছেন। তার মধ্যে একটি, একেবারে প্রশ্নপত্রের আদলে টাইপ করা। সাদা কাগজে হাতের লেখা উত্তরপত্র তৈরি করে একইভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। একইভাবে আরও একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

গতকাল সকাল নয়টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষার হলে গিয়ে শিক্ষার্থীরা দেখেন, আগের রাতে পাওয়া প্রশ্নের একটি সেট হলের প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো কানাকানি শোনেননি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটিও জানেন না। তিনি বলেন, এই প্রশ্ন বিজি প্রেস থেকে জেলা প্রশাসকের ট্রেজারিতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে পুলিশ দিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে। ফলে স্থানীয়ভাবে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

একই কথা বললেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দীন। তিনি বলেন, স্থানীয়ভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সুযোগ নেই। এ জন্য এটা নিয়ে এখানে কোনো টেনশনও হয় না।